বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০০২.১৮-২২৯ তারিখঃ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ

প্রেরকঃ মোঃ আবু ইব্রাহিম
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন-১)

প্রাপকঃ ০১। জনাব এফ, এম, আহসানুল হক, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, রংপুর ও চেয়ারম্যান, নির্বাচনি তদন্ত কমিটি
০২। জনাব আশফাকুর রহমান, সহকারী জজ, রংপুর ও সদস্য, নির্বাচনি তদন্ত কমিটি

পরিপত্র-৫

বিষয়ঃ একাদশ জাতীয় সংসদের ২১ রংপুর-৩ আসনের নির্বাচনে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে "নির্বাচনি তদন্ত কমিটি (Electoral Enquiry Committee)" এর কর্মকর্তাগণের জন্য দিক নির্দেশনা।

জনাব,

আপনি অবগত আছেন যে, The Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91A এর Clause (1) এ নির্বাচন-পূর্ব সময়ে অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে **"নির্বাচনি তদন্ত কমিটি (Electoral Enquiry Committee)"** গঠন করা হয়েছে।

২। **নির্বাচনি তদন্ত কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য :** উক্ত Order এর Article 91A এর Clause (3) তে কমিটির কার্যক্রম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, কমিটি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অথবা নালিশের প্রেক্ষিতে অথবা স্ব-উদ্যোগে উক্ত Order এর অধিনে অপরাধ সংগঠন করে অথবা যে কোন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়মসহ এমন কোন বিষয় বা পরিস্থিতি যা কমিটির বিবেচনায় অবস্থান নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তির কার্য বা ত্রুটি-বিচ্যুতি দ্বারা ভীতি প্রদর্শন, প্রতিবন্ধকতা, বল-প্রয়োগ অথবা মিথ্যা-বিবৃতি প্রচারের কারণ হয় অথবা অপর যে কোন কার্য বা ত্রুটি-বিচ্যুতি যার মাধ্যমে উক্ত Order এবং বিধির অধিন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা অথবা প্রস্তুতিকে প্রতিরোধ বা ব্যহত করার চেষ্টার বিষয়ে, তদন্ত করবে।

৩। উক্ত Order এর Article 91A এর Clause (4) ও Clause (5) এ কমিটির তদন্ত ও ক্ষমতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, উক্ত Order এর অধিনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এবং কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে কমিটি, নির্বাচন শেষ হওয়ার পূর্বে উহা বিবেচনায় যথাযথ এমন বিষয় তদন্ত পরিচালনা করতে পারবে। তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিটি যে কোন ব্যক্তিকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতে এবং শপথপূর্বক সাক্ষ্য প্রদানের জন্য লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করতে পারবে। এছাড়া যে কোন ব্যক্তিকে তার হস্তগত দলিল দস্তাবেজ কমিটির নিকট উপস্থাপনের জন্য লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

৪। উক্ত Order এর Article 91A এর Clause (6) এর বিধান অনুযায়ী তদন্ত কার্য শেষ হওয়ার ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে কমিটি কমিশনকে অবহিত করবে এবং কোন কার্যের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে উক্তরূপ কার্য অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য কমিশনের মাধ্যমে আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের প্রস্তাব অথবা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট কার্য সমাধানসহ প্রয়োজনে কোন মিথ্যা বিবরণের যথাযথ সংশোধনের সুপারিশ করতে পারবে। উপর্যুক্ত আদেশ পালনের ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটলে কমিশন অনধিক **২০,০০০/- (বিশ হাজার)** টাকা জরিমানা করতে পারবে।

৫। উক্ত Order এর Article 91A এর Clause (6a) এর বিধান অনুযায়ী Clause (6) অনুসারে সুপারিশ প্রাপ্তির পর তা বাস্তবায়নের জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলকে প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশনা প্রদান করলে উক্ত ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল তাৎক্ষনিক তা প্রতিপালন করবে। উক্ত আদেশ বা নির্দেশনা পালনের ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটলে কমিশন অন্যূন ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা অনধিক ১,০০,০০০/-(একলক্ষ) টাকা জরিমানা করতে পারবে এবং গেজেট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করতে পারবে।

৬। **নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম:** উক্ত Order এর Article 91A এর Clause (7) অনুযায়ী কমিশন সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ তে উল্লিখিত কার্য বা ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পাদন এবং ক্ষেত্রমত সম্পাদন হতে বিরত থাকাকে নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম হিসাবে নির্ধারণ করেছে। উক্ত Order-এর অধিনে সংঘটিত যে কোন অপরাধ Article 91A এর Clause (1) এর বিধান অনুযায়ী কমিটির তদন্তের আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু উক্ত Order এর Article 91A এর Clause (7) এর বিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর যে কোন বিধানের লংঘনকে নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, সেহেতু কেবলমাত্র এই বিষয়ে নির্বাচনি তদন্ত কমিটি যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন। এখানে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়ায় অপরাধটি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারামলে নেয়ার পর উপর্যুক্ত আদালত কর্তৃক বিচার কার্য সম্পন্ন করা আইনসম্মত।

৭। উক্ত Order এর Article 91A এর Clause (8) ও Clause (9) এর বিধান মতে কমিটির সম্মুখে যে কোন কার্যক্রম দন্ডবিধির ১৯৩ ও ২২৮ ধারার বিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হবে এবং দেওয়ানী কার্য-বিধির অধিনে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের, যে কোন ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও শপথপূর্বক তাকে পরীক্ষাকরণ এবং দলিল দস্তাবেজ উপস্থাপনের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান সংক্রান্ত যে সকল ক্ষমতা রয়েছে উক্তরূপ সকল ক্ষমতা কমিটির থাকবে।

৮। নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম যথাযথ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচনি তদন্ত কমিটির কর্মকর্তাদের তদন্তকার্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সুপারিশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপ-সচিব (আইন)-এর web mail address (ds law@ecs.gov.bd) এতদসংগে **সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট ছকে** প্রেরণ করবেন এবং মূল তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি খামের উপরিভাগে "গোপনীয়" কথাটি উল্লেখপূর্বক নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করবেন।

৯। নির্বাচনি তদন্ত কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

১০। তদন্ত কার্য পরিচালনার ব্যাপারে নির্বাচনি তদন্ত কমিটির চাহিদা অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

১১। নির্বাচনি তদন্ত কমিটির কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়, নির্বাচনি অপরাধসহ নির্বাচনি তদন্ত কমিটির গঠন, দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীগণের জন্য প্রণীত আচরণ-বিধি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জনের নিমিত্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েল প্রেরণ করা হল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

(মোঃ আবু ইব্রাহিম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন-১)
ফোন : ০২-৫৫০০৭৫৪৩

নং-১৭.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০০২.১৮-২২৯

তারিখঃ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব/সচিব,..মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সংশ্লিষ্ট)
০২। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা
০৩। জেলা ও দায়রা জজ, রংপুর
০৪। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর
০৫। যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
০৬। মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা
০৭। সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হল)
০৮। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, রংপুর রেঞ্জ
০৯। জেলা প্রশাসক, রংপুর
১০। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রংপুর
১১। পুলিশ কমিশনার, রংপুর
১২। পুলিশ সুপার, রংপুর
১৩। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রংপুর অঞ্চল
১৪। রিটানিং অফিসার, নির্বাচনি এলাকা, ২১ রংপুর-৩
১৫। উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, রংপুর (নির্বাচনি তদন্ত কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল)
১৭। জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভি.ডি.পি, , ...(সংশ্লিষ্ট)
১৮। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার................................ (সংশ্লিষ্ট)
২০। সিনিয়র সহকারী সচিব (নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১। সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট ও অর্থ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২। সহকারী রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচনি এলাকা, ২১ রংপুর-৩
২৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,.......................................(সংশ্লিষ্ট)
২৪। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের একান্ত সচিব (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)
২৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭। উপজেলা নির্বাচন অফিসার........................... (সংশ্লিষ্ট)

(মোঃ আবু ইব্রাহিম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন-১)
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫৪৩